আন্তর্জাতিক পরিবেশগত ইস্যু ও কূটনীতি

পরিবেশঃ আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তাকে পরিবেশ বলে। পরিবেশ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ “Environment” যা ফরাসি “Environ” শব্দ থেকে উদ্ভূত।

ইকোলজিঃ জীববিজ্ঞানের যে শাখায় কোন অঞ্চলের জৈব এবং অজৈব পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং এসব সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনা করা হয় তাকে **ইকোলজি** বা **বাস্তুবিদ্যা** বলে। জীবের বেঁচে থাকার প্রয়োজনে কোন স্থানে বা এলাকায় জীব ও জড়ের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাকে
ইকোসিস্টেম বা ব বলে।

এসিড বৃষ্টিঃ শিল্প-কারখানা হতে বায়ুমন্ডলে যেসব দূষিত গ্যাস প্রতিনিয়ত নির্গত হচ্ছে সেগুলো বাতাসে মিশে যায় এবং উক্ত গ্যাসের বিভিন্ন উপাদান- CO_2, SO_2 প্রভৃতি বৃষ্টির পানি সাথে মিশে অ্যাসিডে পরিণত হয়। এই ধরনের বৃষ্টিকে **এসিড বৃষ্টি** বলে। মূলত সালফার ডাই অক্সাইড এসিড বৃষ্টির প্রধান উপাদান।

গ্রিন হাউজ গ্যাসঃ সুইডিশ রসায়নবিদ আরহেনিয়াস সর্বপ্রথম গ্রীনহাউজ কথাটি ব্যবহার করেন ১৮৯৬ সালে। প্রকৃতপক্ষে গ্রীনহাউজ হলো এমন একটি কাঁচের তৈরি এবং শীতপ্রধান দেশে ব্যবহৃত এক ধরনের ঘর যার ভেতরে গাছপালা লাগানো হয়। এর মাধ্যমে শীতপ্রধান দেশে তীব্র ঠান্ডা থেকে গাছপালাকে রক্ষা করা হয়। গ্রিন হাউসে সূর্য থেকে নির্গত তাপ ঘরের ভেতরে ঢুকে আটকে যায় এবং কাচের ঘরকে উষ্ণ রাখে। বর্তমান সময়ে গ্রীন হাউস ইফেক্ট সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছে। গ্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এমন একটি ধরনের প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠ হতে বিকিরিত তাপ বায়ুমন্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাস দ্বারা শোষিত হয়ে পুনরায় বায়ুমন্ডলে ফিরে আসে এবং ভূপৃষ্ঠকে উষ্ণ রাখে। প্রধান প্রধান গ্রিনহাউস গ্যাস হল- কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি। গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রভাবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বা উষ্ণতা বৃদ্ধিকে বলা হয় **গ্লোবাল ওয়ার্মিং** (Global Warming) ।

ওজোন স্তরঃ ওজোন স্তর মানুষকে ক্ষতিকর মহাজাগতিক রশ্মি এবং অতিবেগুনি রশ্মি থেকে রক্ষা করে। ভূপৃষ্ঠ থেকে ৬৫ মাইল উপরে বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার অঞ্চলে ওজোন স্তর অবস্থিত। ওজোন অক্সিজেনের একটি রূপভেদ, এর সংকেত- O_3 । ক্লোরোফ্লোরো কার্বন বা CFC গ্যাস ওজোনের সাথে বিক্রিয়া করে ওজোনকে অক্সিজেন অনুতে পরিণত করে। এতে ওজোন স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সিএফসি গ্যাস প্রধানত এরোসল তৈরিতে রেফ্রিজারেটর এবং এয়ারকন্ডিশনিং কাজে ব্যবহার করা হয়। CFC বিহীন ফ্রিজকে বলা হয় **পরিবেশবাদী ফ্রিজ**। এ ধরনের ফ্রিজে CFC- এর পরিবর্তে গ্যাজেলিয়াম ব্যবহার করা হয়। ১৯৭৩ সালে সর্বপ্রথম ওজোন ধ্বংসের কারণ হিসেবে CFC- কে চিহ্নিত করা হয়।

উল্লেখযোগ্য পরিবেশ বিষয়ক সম্মেলন

মন্ট্রিল প্রটোকল

বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯৮৭ সালে স্বাক্ষরিত হয় মন্ট্রিল প্রটোকল চুক্তি এবং ১ জানুয়ারি, ১৯৮৯ সালে এই চুক্তি কার্যকর করা হয়। এই চুক্তিতে স্বাক্ষরিত দেশের সংখ্যা ১৯৭ টি। মন্ট্রিল প্রটোকল এর পুরো নাম Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer । বাংলাদেশ ২ আগস্ট ১৯৯০ মন্ট্রিল প্রটোকল স্বাক্ষর করে।

কিয়োটো প্রটোকল

এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় জাপানের কিয়োটো শহরে এবং দিনটি ছিল ১১ ডিসেম্বর, ১৯৯৭। এটি একটি বহুরাষ্ট্রীয় আন্তর্জাতিক চুক্তি। এই চুক্তি অনুযায়ী স্বাক্ষরিত রাষ্ট্রগুলো গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন রোধের জন্য একযোগে কাজ করবে। ২০০৫ সালের ১৬ফেব্রুয়ারি চুক্তি কার্যকর হয়। কিয়োটো প্রটোকল তৈরিতে উদ্যোগ নেয় United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC) । এই চুক্তি অনুযায়ী ২০০৮ থেকে ২০১২ সাল নাগাদ স্বাক্ষরকারী দেশ সমূহ তাদের গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন ১৯৯০ সালের পর্যায়ের চেয়ে ৫.২% হ্রাস করবে। চুক্তির প্রথম প্রতিশ্রুতি

মেয়াদ শেষ হয় ৩১ ডিসেম্বর, ২০১২ সালে। ২০১২ সালে কাতারের দোহায় অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনে দ্বিতীয় প্রতিশ্রুত মেয়াদ ২০২০ সাল পর্যন্ত করা হয়েছে ।

ভিয়েনা কনভেনশন

এটি জাতিসংঘের ওজোন স্তরের সুরক্ষার এবং সংরক্ষণ বিষয়ক একটি কনভেনশন ২২ মার্চ, ১৯৮৫ ভিয়েনা কনভেনশন এবং কার্যকর হয় ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ সালে। ভিয়েনা কনভেনশন এর পুরো নাম- Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer । ২ আগস্ট ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ ভিয়েনা কনভেনশন অনুমোদন করে।

ধরিত্রী সম্মেলন

১৯৯২ সালের ৩-৪ জুন ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত হয় ধরিত্রী সম্মেলন বা The Earth Conference । এর সম্মেলনে দুটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ‘আবহাওয়া পরিবর্তন সংক্রান্ত চুক্তি’ (Convention on Climate Change) এবং ‘প্রাণিজগতের বৈচিত্র্য সংক্রান্ত চুক্তি‘ (convention on Biological Diversity)।জাতিসংঘের উন্নয়ন প্রোগ্রামের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এর সম্মেলনে গৃহীত একটি নীতিমালা হচ্ছে এজেন্ডা-২১। এই নীতিমালা অনুযায়ী ধনী দেশ সমূহ তাদের মোট উৎপাদনের পয়েন্ট ৬০ ভাগ সরকারি উন্নয়ন সাহায্য হিসেবে প্রদানের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে। এছাড়াও ধনী দেশগুলো কর্তৃক তৃতীয় বিশ্বের দেশ সমূহে বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ ঢেলে ফেলার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়।

দ্বিতীয় ধরিত্রী সম্মেলন জোহানেসবার্গ সম্মেলন নামেও পরিচিত।.২৬আগস্ট- ৪ সেপ্টেম্বর, ২০০২ সালে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় ধরিত্রী সম্মেলন ২০১২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত হয় ।

COP- 21

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের ২০১৫ সালের ৩০ নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন COP- 21 (Conference of Parties) অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেয় ১৯৬ টি দেশ। দেড় শতাধিক রাষ্ট্রপ্রধান চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এটি 'প্যারিস চুক্তি' নামেও পরিচিত। এ চুক্তি অনুযায়ী ২০২০ সাল থেকে একটি জলবায়ু ফান্ড তৈরি করা হবে যা থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জীবনমান উন্নয়নে ব্যয় করা হবে। এছাড়াও বিশ্বব্যাপী কার্বন নিঃসরণ কমানোর ব্যাপারে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর লক্ষ্যে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির হার ২° এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। ২০১৭ সালের ২রা জুন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্যারিস চুক্তি থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেন।

COP- 22

২০০৬ সালের ৭- ৮ নভেম্বর মরক্কোর বাব ইগলিতে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল ২২তম জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন। এ সম্মেলনে সদস্যদের ২০২০ সালের মধ্যে সবুজ জলবায়ু তহবিলে এক হাজার কোটি মার্কিন ডলার দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

COP- 23

৬-৭নভেম্বর 2017 সালে জার্মানির বন শহরে অনুষ্ঠিত হয়।

COP- 24

৩- ১৪ ডিসেম্বর ২০১৮ সালে পোল্যান্ডের কোতোভিচ শহরে জাতীয় ২৪ তম জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে বহুল আলোচিত প্যারিস জলবায়ু চুক্তি বাস্তবায়নে ২০০টি দেশ একমত হয়।

COP- 25

২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে স্পেনের মাদ্রিদে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ।

কার্টাগেনা প্রটোকল
এটি জাতিসংঘের জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক চুক্তি। ২০০০ সালে কানাডার মন্ট্রিলে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ২০০৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর এটি কার্যকর হয় । বাংলাদেশ ২০০৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি এ প্রটোকল অনুমোদন করে।

আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন
এই আইন ১৯৮২ সালে স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৯৯৪ সালে কার্যকর হয়। আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন অনুযায়ী সমুদ্রতীরবর্তী দেশগুলোর সর্বোচ্চ রাজনৈতিক সমুদ্র সীমা ১২ নটিক্যাল মাইল, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ২০ টি এবং মহীসোপান ৩৫০ নটিক্যাল মাইল। বাংলাদেশ মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা মামলায় জয়লাভ করে এই আইনের অধীনে।

আন্তর্জাতিক নদী আইন

জাতিসংঘ এই আইন ১৯৯৭ সালে প্রণয়ন করে এবং ২০১৪ সালে কার্যকর করে। যেসব নদী একাধিক দেশের মধ্যে প্রবাহিত হয় সেসব নদীসমূহ ব্যবহারে যাতে অন্য দেশের কোন অসুবিধা না হয় কিংবা ক্ষতিসাধন না হয় সে সম্পর্কিত বিধান এবং অধিকারের কথা এই আইনে বলা হয়েছে।

বাসেল কনভেনশন

এই কনভেনশন অনুযায়ী বিপদজনক বর্জ্য দেশের সীমান্তের বাইরে চলাচল এবং এগুলো নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৮৯ সালের ২২ মার্চ বাসেল কনভেনশন গৃহীত হয় এবং ৫ মে, ১৯৯২সালে এটি কার্যকর করা হয়। বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৩ সালের পহেলা এপ্রিল বাসেল কনভেনশন অনুমোদন করে।

রামসার কনভেনশন

ইরানের রামসারে ১৯৭১ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সমূহ Convention on Wetlands নামক একটি আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এটি রামসার কনভেনশন নামে পরিচিত। ১৯৮২ সালের ২১ মে সুন্দরবনকে দেশের প্রথম 'রামসা সাইট' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২০০০ সালের ১০ জুলাই টাঙ্গুয়ার হাওরকেও 'রামসার অঞ্চল' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে হাকালুকি হাওরকেও রামসার সাইট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক দিবস সমূহ

তারিখ	দিবসের নাম	তারিখ	দিবসের নাম
২ ফেব্রুয়ারি	বিশ্ব জলাভূমি দিবস	২৯ জুলাই	বিশ্ব বাঘ দিবস
৩ মার্চ	বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস	১৬ সেপ্টেম্বর	আন্তর্জাতিক ওজোন স্তর সংরক্ষণ দিবস
১৪ মার্চ	আন্তর্জাতিক নদী রক্ষা দিবস	২২ সেপ্টেম্বর	বিশ্ব গাড়ি মুক্ত দিবস
২১ মার্চ	বিশ্ব বন দিবস	২৭ সেপ্টেম্বর	বিশ্ব পর্যটন দিবস
২২ মার্চ	বিশ্ব পানি দিবস	অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে	বিশ্ব প্রতিবেশ দিবস
২৩ মার্চ	বিশ্ব আবহাওয়া দিবস	৪ অক্টোবর	বিশ্ব প্রাণী দিবস
২২ এপ্রিল	বিশ্ব ধরিত্রী দিবস	১৩ অক্টোবর	আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস

২২ মে	আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস	১৯ নভেম্বর	বিশ্ব টয়লেট দিবস
৫ জুন	বিশ্ব পরিবেশ দিবস	৩ ডিসেম্বর	কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ বিষয়ক আন্তর্জাতিক দিবস
৮ জুন	বিশ্ব সমুদ্র দিবস	১১ ডিসেম্বর	বিশ্ব পর্বত দিবস
১৭ জুন	বিশ্ব মরুকরণ ও খরা প্রতিরোধ দিবস		

পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক দশক সমূহ

দশক	**উপজীব্য**
২০০৫-২০১৫	'জীবনের জন্য পানি' কর্মপরিকল্পনা দশক
২০১০-২০২০	'খরা ও মরুকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন' দশক
২০১১-২০২০	আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দশক
২০১৪-২০২৪	'সবার জন্য টেকসই জ্বালানি' দশক
২০১৬-২০২৫	জাতিসংঘ ও পুষ্টি উন্নয়ন দশক
২০১৮-২০২৮	'টেকসই উন্নয়নের জন্য পানি' দশক

পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক বর্ষ

২০১০	আন্তর্জাতিক বাঘ বর্ষ
	আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য বর্ষ
২০১১	আন্তর্জাতিক বন বর্ষ
২০১২	সবার জন্য টেকসই জ্বালানি বর্ষ
২০১৩	আন্তর্জাতিক পানি সহযোগিতা বর্ষ
২০১৪	আন্তর্জাতিক পারিবারিক খামার বর্ষ
২০১৫	আন্তর্জাতিক মাটি বর্ষ
২০১৬	আন্তর্জাতিক ডাল ও উট জাতীয় প্রাণী বর্ষ
২০১৭	আন্তর্জাতিক টিপসই পর্যটন বর্ষ
২০১৮	আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বর্ষ
২০১৯	আন্তর্জাতিক আদিবাসী ভাষা বর্ষ
২০২০	International Year of Plant Health

বাংলাদেশে অবস্থিত পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা সমূহ

বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট ফোর্সঃ

সদরদপ্তরঃ নয়া পল্টন, ঢাকা।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনঃ

প্রতিষ্ঠাকালঃ ২০০০ সাল।

বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল ল'ইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (BELA):

প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯৯২ সাল।

সদরদপ্তরঃ ধানমন্ডি, ঢাকা।

প্রধান নির্বাহীঃ সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

বাংলাদেশ পরিবেশ উন্নয়ন সংস্থাঃ

প্রতিষ্ঠাকালঃ **১৯৯৩** সাল।

সদর দপ্তরঃ সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনঃ

সদর দপ্তরঃ ধানমন্ডি, ঢাকা।